রাবন বা অসুর নয়

কর্ণফুলী'র দুঃখ-প্রকাশ

ওরা ঈশ্বর পুত্র যীশুর শিষ্য, রাবনের রূপ বা অসুরের মতো নিষ্ঠুরতা ওদের প্রতিবাদে ছিলনা। ওদের প্রতিবাদের ভাষা ও ধরন আমাদের কর্ণফুলী পরিবারকে লজ্জিত করেছে, অনুতপ্ত করেছে, শীর ঝুঁকে দিয়েছে ভুমি থেকে শূন্য দুরুত্বে। দু-হাজার ছয় সাল পরেও সহনশীল খৃষ্টিয় সন্তানেরা পুনরায় প্রমান করলেন প্রভু যীশুর যে শিক্ষায় ওরা দিক্ষীত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই ওরা কর্ণফুলীর সাথে আচরন করেছে। চাইলে ওরা রাবনের রূপ নিয়ে অসুরের ভাষায় কর্ণফুলীতে সম্প্রতি প্রচারিত মহা-আত্মা যীশু বিষয়ে বদরউদ্দিন মোহাম্মদ সাবেরীর লেখার বিরুদ্ধে অশ্লীল ও ব্যাক্তি-আক্রমনাত্মক ভাষায় প্রতিবাদ করতে পারতেন। মহাপ্রাণ যীশু মানবকল্যানে জগতে আর্বিভুত হয়েছিলেন কিন্তু নিজ রক্তে পরিশোধ করেছিলেন মানবকুলের পাপের ঋণ। কিন্তু 'এক গালে চড় দিলে, অন্য গালটিও প্রতিপক্ষকে পেতে দাও' এ উদার শিক্ষায় দিক্ষীত খৃষ্ট সন্তানরা জনাব সাবেরীর সাথে তাই করেছেন। জনাব সাবেরীর লেখার বিরুদ্ধে লিখিত (ইমেইল) ও মৌখিকভাবে (ফোন) কর্ণফুলী পরিবার গেল হপ্তায় অগনিত প্রতিবাদ পেয়েছে। প্রতিবাদের সংখ্যায় কর্ণফুলী যেমনি বিব্রত হয়েছে ঠিক তেমনি আনন্দিত হয়েছে সারাবিশ্বে এত বাংলাভাষী এ ক্ষুদ্র প্রকাশনাটিতে চোখ রাখে জেনে। আশ্চর্য্যজনক হলেও কাকতালিয়ভাবে একটি বিষয় সকলের প্রতিবাদের ভাষায় পরিলক্ষীত হয়, যা ছিল তাদের নম্রতা ও সহনশীলতা। তাদের প্রতিবাদের ভাষার দৃঢ়তা ছিল বটে, তবে বিনয়ের অভাব ছিলনা। তা দেখে অনুশোচনা ও লজ্জায় কর্ণফুলী পরিবারের মাথা নুয়েছিল হাঁটু অবদি। বাংলাদেশী এই খৃষ্ট-সন্তানদের আচরন 'প্রবাসে ঘরের শত্রু বিভীষনের মতো' ছিলনা বরং রাম ও লক্ষনের মতোই ভাতৃত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছিল তাদের প্রতিবাদে। জনাব সাবেরীর প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেছেন ফেয়ারফীল্ড হাসপাতালের প্রাক্তন ও সিডনীর প্রবীণ চিকিৎসক জনাব ফ্রান্সিস অভিমান হালদার তারপর পরই সিডনীস্থ বাংলাদেশ খৃষ্টান ফেলোশীপ অব অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি ও ইউ.টি.এস এর প্রবীন শিক্ষক জনাব রোনাল্ড পাত্র। এছাড়াও কর্ণফুলী'র নিয়মিত লেখিকা ফ্লোরেন্স খান পুতুল, রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ফিলোমীনা অদিতি হালদার ও মেলবোর্ন থেকে বাংলাদেশী ছাত্রি সুস্মিতা গঙ্গালভেস সহ আরো বেশ কয়েকজন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্ব। জনাব আইজাক বিশ্বাস ইংলেন্ড এর লুটন নামক স্থান থেকে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল থেকে কমল রোজারিও, দঃ আফ্রিকা থেকে পরিমল কষ্টা, দঃ আয়ারল্যান্ড এর কোর্ক থেকে টনি ডায়েস, ওয়াশিংটন ডি-সি থেকে পবিত্র রোজারিও, দঃ কোরিয়া থেকে টুটুল ডায়েস, পাপুয়া নিউগিনি থেকে বিকাশ

গোমজ, ইটালী'র মিলান থেকে অনুরাধা মন্ডল, কানাডার মন্ট্রিয়াল থেকে অফিলিয়া বেলাজো ও ব্রাজিলের সাও-পলো থেকে হিউবার্ট গোমজ বিভিন্নভাবে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অসাবধানতাবশত এ ভুলের জন্যে আমরা কর্ণফুলীর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে দু:খ প্রকাশ করছি। আর প্রতিকার হিসেবে আমরা তাৎক্ষনীকভাবে ঐ প্রতিবেদনটি কর্ণফুলী'র পাতা থেকে সরিয়ে নিয়েছি। আমরা আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে জনাব সাবেরী থেকে তার লিখিত ধর্মিয় বিষয়ক নাজুক প্রতিবেদনটি সম্পর্কে সন্তোষজনক ও যুক্তিসংগত কোন উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত কর্ণফুলী'র টেবিলের পাটাতনে পড়ে থাকা তার সবগুলো লেখা ছাপানো স্থগিত করা হলো। আমরা পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যাক্ত করতে চাই যে কর্ণফুলী কারো ধর্মিয় অনুভুতিতে আঘাত দেয়ায় বিশ্বাস করেনা এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাসের প্রতি আকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রেখে কর্ণফুলী তার প্রকাশনার কাজ অব্যহত রাখবে। তাই সকল বাংলাদেশী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে পুনরায় কর্ণফুলী পরিবার তাদের অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছে। আমাদের বিদগ্ধ লেখক জনাব বদর উদ্দিন মোহাম্মদ সাবেরীর উত্তরের প্রতিক্ষায় ডাক-পিয়নের পথ পানে আমরা চেয়ে থাকলাম।

কর্ণফুলী'র দুঃখ প্রকাশ, ০৮/০৪/২০০৬